সত্যের আধুনিক প্রকাশ

◆

মা ক তা বা তু ল ফু র কা ন

www.islamibooks.com

مكتبة الفرقان

ইমামুল উলামা

# মুআয ইবনে জাবাল রা.

আব্দুল হামীদ মাহমুদ তহমায

অনুবাদ
আদীবা আফরিন

সম্পাদনা
মাওলানা হামদুল্লাহ লাবীব

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ



সাহাবী-চরিত মুআয ইবনে জাবাল রা.
**মাকতাবাতুল ফুরকান** কর্তৃক প্রকাশিত
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০
www.islamibooks.com
maktabfurqan@gmail.com
+8801733211499

**গ্রন্থস্বত্ব © ২০২১ মাকতাবাতুল ফুরকান**

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

দ্যা ব্ল্যাক, ঢাকা, বাংলাদেশ এ মুদ্রিত; +৮৮০১৭৩০৭০৬৭৩৫
প্রথম প্রকাশ : মুহাররম ১৪৪৩ / আগস্ট ২০২১
প্রচ্ছদ : আবুল ফাতাহ মুন্নাহ
ISBN : 978-984-95227-7-5
মূল্য : ৳ ২০০ (দুই শত টাকা) USD 10.00

**অনলাইন পরিবেশক**
www.islamibooks.com; www.rokomari.com
www.wafilife.com

# প্রকাশকের কথা

প্রত্যেক মুসলিমের জন্যই সাহাবীদের জীবনাচরণ অমূল্য পাথেয়। তাদের মতো হওয়ার চেষ্টাতেই এ উম্মতের সাফল্য নিহিত। তারাই ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ ও অনুকরণের বাস্তব দৃষ্টান্ত। তাদের থেকে আগে বেড়ে দ্বীনের কর্মকাণ্ড যেমন করা উচিত নয়, তেমনি তাদের ছেড়ে দ্বীনের পথে চলাও অসম্ভব। তারা-ই ছিলেন দ্বীনের সর্বোচ্চ চূড়ায় অধিষ্ঠিত—যা এখন কেবলই নিচের দিকে নামছে। এই সমস্যা-সংকুল পৃথিবীতে তাদের রেখে যাওয়া পদচিহ্নই আমাদের জন্য আলোর মশাল, দুনিয়া ও আখেরাতে মুক্তির সোপান। এ লক্ষ্যেই আমাদের নতুন সংযোজন—*ইমামুল উলামা মুআয ইবনে জাবাল রা.*।

গ্রন্থটি রচনা করেছেন আরবের বিখ্যাত মনীষী শায়েখ আবদুল হামীদ মাহমূদ তহমায রহ. (১৯৩৭-২০১০)। সিরিয়ায় জন্ম নেওয়া এই ইসলামী চিন্তাবিদ ও লেখকের জীবনের উল্লেখযোগ্য অংশ শিক্ষকতায় কাটিয়ে দিয়েছেন। আর রচনা করেছেন কালজয়ী কিছু গ্রন্থ। এ গ্রন্থটিতেও তিনি মুআয ইবনে জাবাল রা.-কে মুসলিম সমাজে নতুনভাবে পরিচয় করে দিয়েছেন। বইটি পড়ে মনে হবে, তাকে আমরা চিনি, খুব কাছ থেকে চিনি—তিনি যেন আমাদের আত্মার আত্মীয়। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন লেখক ও অনুবাদ পরিবারের সদস্য আদিবা আফরিন। ইতোপূর্বে মাকতাবাতুল ফুরকান থেকে তার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বই প্রকাশিত হয়েছে—*মা-বাবার প্রতি সদাচরণের গল্প*। পাঠকপ্রিয়তায় সেটি এদেশে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। আশা করি, এ বইটিও এর ব্যতিক্রম হবে না।

আমরা গ্রন্থটি ত্রুটিমুক্ত ও সর্বাঙ্গীণ সুন্দর করার সার্বিক চেষ্টা করেছি। তারপরও সুহৃদয় পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো অসঙ্গতি ধরা পড়লে আমাদের অবগত করা হলে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা এই গ্রন্থটির পাঠক, প্রকাশক, অনুবাদক, সম্পাদক ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে তার পথে অগ্রসর হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

মুহাম্মাদ আদম আলী
প্রকাশক, মাকতাবাতুল ফুরকান, ঢাকা
১৩ মুহাররম ১৪৪৩ / ২৩ আগস্ট ২০২১



# অনুবাদকের কথা

মুআয ইবনে জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহু। বিশিষ্ট আলেম সাহাবীদের একজন। ইলম-আমল, ইবাদত-বন্দেগী, দাওয়াত-জিহাদ—এ সবকিছুর সমাবেশ ছিল তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনে। ঈমানের দৃঢ়তা, ইসলামের উপর অবিচলতা ও ইসলামী শরীয়ার উপর তার অগাধ পাণ্ডিত্যের কারণে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তাঁর আলাদা একটি অবস্থান ছিল। তিনি ছিলেন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, বিচক্ষণ ও মেধাবী এক যুবক। বিনয়, তাকওয়া ও দুনিয়াবিমুখতার অনন্য সব গুণে তিনি কিংবদন্তী হয়ে আছেন। সাধারণ পরিবারে জন্ম নিয়ে এবং প্রতিকূল পরিবেশে বেড়ে ওঠেও যে অন্যদের ছাড়িয়ে যাওয়া যায়, তিনি ছিলেন তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এ যুগে যারা দাওয়াত ও জিহাদের মধ্যে পার্থক্যের শক্ত দেয়াল তুলে দিতে চান, তাদের জন্যও মুআয রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনে রয়েছে সহজ সমাধান। এ দুটি দ্বিমুখী ও ভিন্ন কিছু তো নয়ই, বরং একই সত্তার দুটি বাহু। যার একটিও অকেজো হলে দ্বিতীয়টিও নিশ্চিত প্রাণশক্তি হারাবে।

সাহাবায়ে কেরামের জীবনীপাঠ প্রতিটি মুসলিমের জন্য আবশ্যক। এতে করে তাদের জীবনের প্রতিটি দিক সামনে রেখে যথাযথ অনুসরণ করা সহজ হয়। আশা করি এ বইটি সে অভাব কিছুটা হলেও পূরণ করবে। বাংলাভাষী পাঠকদের হাতে বইটি তুলে দিতে পেরে সৌভাগ্য বোধ করছি। আল্লাহ তাআলা জন্য সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা।

আধুনিক ইসলামী সাহিত্য ও প্রকাশনার অন্যতম পথিকৃত *মাকতাবাতুল ফুরকান* থেকে বইটি প্রকাশিত হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা এ প্রকাশনাকে কবুল করুন। যারা এ প্রকাশনায় বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, আল্লাহ তাআলা তাদের সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করুন, বিনা হিসেবে জান্নাত নসীব করুন। আমীন।

আদীবা আফরিন
১০ মুহাররম ১৪৪৩, ঢাকা

# সূচিপত্র


ভূমিকা ৯

**প্রথম অধ্যায় : জীবনের বাঁকে বাঁকে**

নাম, নসব ও খান্দান ১২
জন্ম ও শৈশব ১২
ইসলামগ্রহণ ১৫
মূর্তিভাঙ্গন ১৭
ইহুদীদের ইসলামের প্রতি আহবান ২০
আল্লাহর জন্য ভ্রাতৃত্ব ২৩
নবীজীর দৃষ্টিতে হযরত মুআয রা. ২৫
জিহাদের ময়দানে ৩০
শাম অঞ্চলে ৩২
আমাওয়াসের মহামারী ৩৫
মুআয রা. এবং মহামারী ৩৬
মুআয রা. এর ইন্তেকাল ৩৯
দৈহিক গঠন-আকৃতি ৪১

**দ্বিতীয় অধ্যায় : ইয়ামান গমন ৪৩**

সময়কাল ৪৫
ইয়ামান সফরের প্রেক্ষাপট ৪৭
উপদেশাবলী ৪৯
বিচার-ফায়সালা সংক্রান্ত উপদেশ ৪৯
জনসাধারণের বিষয়ে উপদেশ ৫০
দ্বীনের দাওয়াত ও ইসলাম প্রচার-প্রসার সংক্রান্ত উপদেশ ৫০
জনগণের সম্পদের প্রতি লোভ এবং তা রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত উপদেশ ৫১





ব্যক্তিগত জীবন সংক্রান্ত উপদেশ ৫২
বিদায় ৫৩
ইয়ামানে মুআয রা.-এর দায়িত্ব ৫৫
ইয়ামানে মুআয রা. ৫৭
ফিতনা ৬০
আসওয়াদ আল আনাসী ৬১
প্রত্যাবর্তন ৬২
নবীজীর স্বপ্ন ৬৩
পারসিক অভিযান ৬৪
ইয়ামান থেকে প্রত্যাবর্তন ৬৭

**তৃতীয় অধ্যায় : মুআয রা.-এর গুণাবলী, মর্যাদা ও কৃতিত্ব**

জ্ঞান-গরিমা ৭০
তাঁর জ্ঞানগত পথ ও পন্থা ৭৪
হাদিস বর্ণনায় মুআয রা. ৭৫
মুআয রা.-এর ছাত্রবৃন্দ ৭৮
ইবাদত ৮৩
বদান্যতা ও দুনিয়াবিমুখতা ৯১
পরিশিষ্ট ৯৫
গ্রন্থপঞ্জি ৯৬

# ভূমিকা

ইসলামের ইতিহাসে যুগে যুগে অসংখ্য উলামায়ে কেরাম ও মনীষীগণের জন্ম হয়েছে। তবে মুআয ইবনে জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনের মতো অনন্যসাধারণ জীবন খুঁজে পাওয়া যাবে খুব কমই। একালের তরুণ-যুবাদের জন্য তাঁর জীবন থেকে পাঠ গ্রহণ হবে উপযুক্ততার বিচারে অধিক অগ্রগণ্য। যার অনুসরণ-অনুকরণ করে তারা ধন্য হবে, উপকৃত হবে। কেননা মুআয রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন তরুণ সাহাবীদের একজন। সম্পদের প্রাচুর্য না থাকলেও তারুণ্যের উচ্ছলতায় কোন কমতি ছিল না তাঁর মাঝে। আঠারো বছর বয়সে তিনি ইসলামের শীতল ছায়ায় আশ্রয় নেন। সে বছরেই তিনি নবীজীর হাতে বাইয়াত হন আকাবায়ে সানিয়াতে। ইসলামের প্রতি তাঁর ছিল ভীষণ অনুরাগ; আগ্রহ আর উৎসাহ। তাঁর পবিত্র সত্তাজুড়ে জ্বলে উঠেছিল ঈমানের প্রদীপ্ত শিখা। ইসলামের প্রতি শর্তহীন ভালোবাসা যে শিখার দীপ্তি বাড়িয়ে দিয়েছিল বহুগুণে। রাসূলের সাহচর্যে যার ইন্ধন-জ্বালানী খুঁজে পেতেন তিনি।

তাঁর মাঝে যেমন ছিল তারুণ্যের উদ্দীপনা, আবেগপ্রবণতা, ঠিক তেমনি ছিল জ্ঞানের গভীরতা, প্রজ্ঞার বিশালতা। ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও বিচক্ষণতার আকর ছিলেন তিনি। তাঁর জীবন কেটেছে হাজারো বিপদাপদ, পরীক্ষা আর দুর্যোগের মধ্য দিয়ে। বর্তমান যুগের মুসলিম যুবকদের সাধারণত নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়েই জীবনসংগ্রামে টিকে থাকতে হয়। মুআয ইবনে জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহু। নিজ গৃহে যেখানে কেটেছে তাঁর শৈশব কৈশোর, সে গৃহেই মুখোমুখি হয়েছেন সীমাহীন সংকট-জটিলতার। দারিদ্রের কষাঘাতে ছিলেন জর্জরিত। মাতৃভূমি ত্যাগ করেছিলেন দ্বীনের স্বার্থে, আল্লাহর পথে আহ্বান করতে এবং ইসলামের সুমহান বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে।

তিনি শাসনকার্য পরিচালনায় ঘাম ঝরিয়েছেন। জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। যেন আল্লাহর দ্বীন সমুন্নত হয়। তাঁর কালিমা উচ্চকিত হয়। বুলন্দ হয় দ্বীনে মুহাম্মাদী। তিনি পরীক্ষিত হয়েছেন পরিবার হারিয়ে, সন্তান হারিয়ে। সুস্থতার মত নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়ে। সবশেষে নশ্বর এ ধরাধামও ত্যাগ করেছেন পরীক্ষার্থী হয়েই।



তিনি কী করে সামলেছেন এতসব? হাজারো কষ্ট-ক্লেশ সয়েছেনই বা কীভাবে? তাঁর জীবনপাঠ হতে পারে মুসলিম যুবকদের জন্য সান্ত্বনা। দ্বীনের জন্য ত্যাগ-তিতিক্ষা, বিপদাপদে ধৈর্য ও স্থিরতা শিক্ষা লাভের এক অনন্য উপকরণ। আর এ কারণে আমি বিগত দিনগুলোতে মুআয রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনী নিয়ে পড়াশোনা করেছি। বইটি লিখার প্রস্তুতি হিসেবে অধ্যয়ন করেছি তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক। সাধ্যমত চেষ্টা করেছি বইটির বিষয়বস্তু সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করতে।

যুবক সমাজের সামনে মুআয রাযিয়াল্লাহু আনহুকে তুলে ধরতে চেয়েছি অনুকরণীয় এক মহান ব্যক্তিরূপে। তিনি ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আলেম সাহাবীদের একজন। নবীজীর কাছে তাঁর ছিল বিশেষ মর্যাদা। পাঠক তাঁর জীবনীতে খুঁজে পাবেন ইলম-আমল, ইবাদত-বন্দেগী। জিহাদের ময়দানে তির-তলোয়ারের ঝনঝনানি। মানুষ তাঁকে চিনত 'ইমামুল উলামা' অভিধায়। জানত নিশুতি রাতের সমর্পিত ইবাদতগুজার এবং দিবসের তেজস্বী লড়াকু ঘোড়সওয়ার রূপে। যে মুজাহিদ জীবনের অধিকাংশ সময় জিহাদের জন্য কুরবান করেছেন। দুঃখ-কষ্ট, দরিদ্রতা কোন কিছুই তাঁকে তাঁর আদর্শ থেকে একবিন্দু সরাতে পারেনি। নফস তাঁকে বিচ্যুত করতে পারেনি সীরাতে মুস্তাকীম থেকে। প্রিয় পাঠক!

এ বইটিকে আমি তিনটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছি।

- ✓ **প্রথম অধ্যায় :** জীবনের বাঁকে বাঁকে।
- ✓ **দ্বিতীয় অধ্যায় :** ইয়ামান গমন, প্রবাস জীবনের ইতিবৃত্ত।
- ✓ **তৃতীয় অধ্যায় :** গুণাবলী মর্যাদা ও কৃতিত্ব।

হে আল্লাহ, এ গ্রন্থটিকে একান্ত আপনার সন্তুষ্টির জন্য গ্রহণ করে নিন। প্রতিদান দিবসে এর মাধ্যমে আমাকে উপকৃত করুন।

আব্দুল হামীদ মাহমুদ তহমায
মক্কা, ৪ মার্চ ১৯৮৩

# প্রথম অধ্যায়

## জীবনের বাঁকে বাঁকে



### নাম, নসব ও খান্দান

নাম : মুআয
উপাধি : আল আনসারী আল খাযরাজী
কুনিয়াত বা উপনাম : আবু আব্দুর রহমান

মুআয রাযিয়াল্লাহু আনহুর পিতার নাম জাবাল ইবনে আমর ইবনে আওস। মাতার নাম হিন্দ বিনতে সাহল। তিনি কবীলায়ে জুহাইনার নারী। মদীনা মুনাওয়ারায় ইসলাম প্রচার-প্রসার লাভের পূর্বেই তার পিতা-মাতা উভয়ে ইন্তেকাল করেন। আর এ কারণেই ইসলামী ইতিহাসে তাদের কোনো আলোচনা পাওয়া যায় না। পিতার দিক থেকে তার বংশপরম্পরা আমর ইবনে উদাই পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। বনু উদাই খাযরাজ গোত্রের একটি শাখাগোত্র। মাতার দিক থেকে তার বংশধারা পৌঁছে বনু জুহাইনা পর্যন্ত। জুহাইনা আরবের একটি গোত্র, যারা বসবাস করত মক্কা-মদীনার মাঝামাঝি লোহিত সাগরের উপকূলীয় অঞ্চলে। সুতরাং মুআয রাযিয়াল্লাহু আনহু পিতার দিক থেকে খাযরাজী, আর মাতার দিক হতে জুহাইনা গোত্রীয়।

### জন্ম ও শৈশব

মুআয রাযিয়াল্লাহু আনহুর জন্ম বনু উদাইতে হলেও তিনি বেড়ে ওঠেন বনু সালিমায়। সেখানেই কাটে তার শৈশব-কৈশোর। এর কারণ, তার মাতা হিন্দ বিনতে সাহল স্বামীর (মুআযের পিতা) মৃত্যুর পর বনু সালিমার জাদ্দ ইবনে কাইস নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন।[১] সেসময় মুআয রাযিয়াল্লাহু আনহু মায়ের সাথে বনু সালিমায় গমন করেন। বসবাস করতে থাকেন সেখানেই।

সালিমা গোত্রের আবাসস্থল ছিল মাদীনার আওয়ালী তথা উঁচুভূমিতে। মসজিদে নববী থেকে অনেক দূরে। একবার মসজিদে নববীর আশেপাশে কিছু জায়গা খালি হলো। বনু সালিমাহ সেখানে এসে বসতি স্থাপন করতে

[১] *উসদুল গাবাহ; ইবনে আসীর; আত-তবাকাতুল কুবরা; ইবনে সাদ।*

■